যুগান্তর

তারিখ ...... 8 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৩৮ ... কলাম ...2 ....

বিদ্যালয়ভিত্তিক 'সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম' শুরু

সাংস্কৃতিক রিপোর্টার

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে 'সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম' শুরু করতে যাচ্ছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এ বছর দেশের ১৮টি জেলা বেছে নিয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এই আঠারোটি জেলায় ১০টি করে ১৮০টি বিদ্যালয় নিয়ে এ সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রমের প্রাথমিক কাজ শুরু হবে। জেলাগুলো হল : গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পঞ্চগড়, নীলফামারী, রংপুর, বগুড়া, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা। এ কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে বুধবার দুপুরে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব ইব্রাহিম হোসেন খান ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এছাড়াও এ নির্দিষ্ট জেলাগুলোর 'সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব, উপসচিব ও জেলার প্রশাসনিক ও শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলার কালচারাল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলাগুলোর অনুকূলে ৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকা করে মোট ১ কোটি ১৭ লাখ ৯০ হাজার মঞ্জুরি প্রদান করেছে। এ অর্থ দিয়ে জেলাগুলোর ১৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি হারমোনিয়াম ও এক সেট তবলা সরবরাহ করা হবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন করে সারা বছর সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রানুষঙ্গবাদন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যমের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এর জন্য স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট সম্মানীতে একজন করে সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও একজন করে তবলাবাদক নিয়োগ দেয়া হবে। সভায় জানানো হয়, 'সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম'-এর বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ পরিপত্র জারি করবে। পর্যায়ক্রমে আরও জেলা ও বিদ্যালয় সংযোজন করা হবে। কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রতিটি জেলার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা বিদ্যালয় পরিদর্শন, মতবিনিময়সহ সামগ্রিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের পেশ করবেন।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'সংস্কৃতি চর্চাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে খুব ছোট পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। ধীরে ধীরে কার্যক্রমটি বৃহৎ পরিসরে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'এ সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— সংস্কৃতিমনা তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলা। এর মধ্যে দিয়ে সবাই যে শিল্পী হয়ে উঠবে তা নয়।